প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর (প্রাইভেট) লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯



ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

বিনায়ক ভট্টাচার্য্যের লেখা

যুগাবতার রামকৃষ্ণ
বাংলার বিবেক
জাগোরে ধীরে
ঝাঁসীর রাণী
মাটির ঘর



আমার লেখা বড় হয়ে
অভিনয় করবে বলে—
পেটকী, সাধন, কল্প, স্বপন ও টোকলাইকে

আর তাদের অভিনয় দেখে
নিন্দে করবে বলে—
বুলু, সাণি ও এ্যানিকে দিলাম

এই নাটক সম্বন্ধে

'বিশ বছর আগে' নাটক ক'রেছিলাম, কিন্তু মন থেকে যে কথাটা বার বার জেগে উঠেছে, তা হ'চ্ছে এই—স্কুলের নীচু ক্লাসের ছেলেরা এই বইটা অভিনয়ের জন্য না ধরলে খুসী হবো। ক্লাস টেন, ক্লাস নাইন ও ক্লাস এইটের ছেলেরা এই বই অভিনয় করতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না।

আশীর্বাদ করি যারা এই নাটক অভিনয় করবে তারা যেন জয়যুক্ত হয়।

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৪ **শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

চরিত্র

যদুপতি—	জমিদার
দীপক—	অভিনেতা
প্রদীপ—	প্রযোজক
প্রকাশ—	ম্যানেজার
পরেশ—	অভিনেতা
গঙ্গা—	দালাল
মনোহর—	মোসাহেব
সনাতন—	„
অটল—	পোড়ো বাড়ীর ভৃত্য
দুঃখদহন—	বাহাদুরপুর স্টেটের নায়েক
নিতাই—	যদুপতির ভৃত্য

এবং আরো অনেকে।

বিশ বছর আগে

—০—

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্যারম্ভে দেখা গেল মঞ্চের উপর সন্ধ্যা ঘনাচ্ছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে মঞ্চের পেছনে একটি জীর্ণ অট্টালিকার অভ্যন্তর দেখা যাচ্ছে। দরজা-জানলা বন্ধ। হঠাৎ দরজা খুলে প্রদীপ হাতে একটি বৃদ্ধ ও তার পেছনে দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটি লম্বা মানুষ ঢুকলো। প্রদীপ হাতে বৃদ্ধ—নাম অটল। এগিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখা মোমবাতিটা ধরিয়ে দিল। তারপর বললো—

অটল। এই দেখুন বাবু, এই ঘর। জঙ্গলে ভর্তি বাগান-বাড়ী। এখন আর কেউ আসেও না, ভাড়াও নেয় না। তবে হ্যাঁ, আগে নাকি এটা খুব ফুর্তির জায়গা ছিল।

আগন্তুক। কী নাম বললে তোমার ?

অটল। আজ্ঞে আমার নাম অটল।

আগ। অটল! বেশ নাম। হ্যাঁ, যে গল্পটা বলছিলে—সেটা শেষ করো! দুই বন্ধু ছিল, তারা খুব বন্ধু ছিল, তারপর ?

অটল। একদিন রাত্রে দুই বন্ধু ঝগড়া ক'রে একজন আর একজনকে গুলী করে।

আগ। এই ঘরে ?

অটল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগ। কিন্তু তুমি কি জান, কেন সেই বন্ধু—তার বন্ধুকে গুলী করেছিল ?

অটল। আজ্ঞে না।

আগ। সে সব মহা পাপের কথা, অত্যাচার-অবিচারের কথা। আজও সে কথা মনে করলে ঘৃণা হয়। আমি ছিলাম এই চেয়ারে, আর সে ছিল—

অটল। আপনি ?

আগ। হ্যাঁ।

অটল। আপনাকে দেখেই আমার বোঝা উচিত ছিল যে আপনি পাগল। যান, নীচে যান।

আগ। বিশ্বাস হচ্ছে না, না ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক পাশের ঘরটায় একটা আলমারী আছে।

অটল। হ্যাঁ !

আগ। আলমারীটার পাল্লা খুললে, ওপরের তাকে একটা ছোট্ট বোতাম চোখে পড়বে, সেটা টিপলে একটা গোপন দেরাজ বেরিয়ে আসবে, সেটার মধ্যে এ বাড়ীর পুরোনো মালিক তাঁর রিভলভার রাখতেন। দেখে এস তো সেটা আজও আছে কিনা !

অটল ইতস্ততঃ করে বেরিয়ে গেল। ঘরে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ থেমে আগন্তুক বললো—

আগ। সব ঠিক তেমনি আছে। শুধু খানিকটা ধুলো জমেছে তার গায়ে। কিন্তু যে সন্দেহের জ্বালায় আমি এই বিশ বছর

খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি, যে সন্দেহের বশবর্তী হ'য়ে আমি বিশ বছর দ্বীপান্তর খেটে এলাম—আজ রাত্রে তার সমাধান আমাকে করতেই হবে!

অটলের প্রবেশ। তার হাতে একটা পুরোনো রিভলভার।

অটল। এই নিন।

আগ। বিশ্বাস হয়েছে অটল?

অটল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আগ। আচ্ছা, তুমি যেতে পার এখন। আমি একলা থাকবো এবং ভালই থাকবো! ভূতের ভয় করছো? আরে, ভূত হয়ে ভয় দেখাতে আমার সেই বন্ধুই তো আসবে। আমিও তো তাই চাই! আমি শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করবো—কে খুন করেছিল?

অটল। যে আজ্ঞে! তাহ'লে আমি যাই?

আগ। এস! ওই মেয়েটি কে অটল? যে একটু আগে আমায় এ বাড়ীতে থাকতে বারণ ক'রে গেল? আমার মনে হ'ল, ওকে যেন আমি চিনতাম।

অটল। ওর নাম মণি পাগলী। আজ প্রায় বিশ বছর ও পাগল হ'য়ে এই বাড়ীর চারধারে ঘোরে।

আগ। ও! আচ্ছা, এস তুমি। [অটলের প্রস্থান

অটল চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক দরজা বন্ধ করে তাতে পিঠ দিয়ে ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। তার দুই চোখ বড় হয়ে উঠেছে। সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো—

আগ। এইবার হে অদৃশ্য আত্মা, তুমি আর আমি একা! পরলোকের পার থেকে এই ঘরে এসে বলে যাও, কে তোমায় খুন

করেছিল? আমি দাঁড়িয়েছিলাম তোমার দিকে চেয়ে, কিন্তু তোমার মুখ ছিল দরজার দিকে। তুমি নিশ্চয় দেখেছ, কে তোমায় এই দরজা দিয়ে এসে গুলী ক'রে গেছে। আমি হিন্দু, আমি পরলোক বিশ্বাস করি। আমি জানি, কোথাও না কোথাও তুমি আছ? পরলোকের পার থেকে এই ঘরে এসে অবতীর্ণ হও। আমায় বলে যাও, কে তোমায় খুন করেছিল।

এগিয়ে এসে শূন্য চেয়ারের দিকে চেয়ে কথা বলতে বলতে উন্মাদের মত দুই হাত দিয়ে চেয়ার চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো আর বলতে লাগলো—

আগ। বলো, বলো, বিশ বছর আগে কে তোমাকে খুন করেছিল? বলো? আমি তোমায় অনুরোধ করছি।···আমি তোমায় আদেশ করছি! বলো, তোমায় বলতে হবে। বলো! বিশ বছর আগে···বিশ বছর আগে······

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

মনীষা নাম্নী অভিনেত্রীর ঘর। থিয়েটারের ম্যানেজার
প্রকাশ বসে আছে। চাকর ঢুকলো।

চাকর। আপনাকে আর একটু বসতে হবে, মা বললেন।

প্রকাশ। আমি তো বসেই আছি।

চাকর। শাড়ীটা বদলে মিনিট দশেক পরে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন বললেন।

প্রকাশ। আচ্ছা।

প্রদীপ নামক একজন যুবকের প্রবেশ। সুন্দর চেহারা।
সে থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার।

প্রকাশ। এই যে প্রদীপ! আমি তোমায় সকাল থেকে গরু-খোঁজা করছি।

প্রদীপ। গরু হ'লে নিশ্চয় খুঁজে পেতে। কিন্তু ব্যাপারটা কী? এত খোঁজাখুঁজি কেন?

প্রকাশ। বেশ নিশ্চিন্তে বলছো দেখছি! আজ তোমার নতুন বই খোলার জন্য দু'হাজার টাকা দেবার কথা না?

প্রদীপ। হ্যাঁ।

প্রকাশ। টাকাটা এনেছো?

প্রদীপ। না।

প্রকাশ। তাহ'লে?

প্রদীপ। তাহ'লে আবার কী? আমি অনেক ভেবে দেখলাম যে থিয়েটারের জন্য আমি আর এক পয়সাও দিতে পারবো না।

প্রকাশ। দিতে পারবোনা মানে ?

প্রদীপ। দিতে পারবো না মানে দেওয়া উচিত নয়। আজ দু' বছরের ওপর আমি থিয়েটার করেছি, এর মধ্যে এক পয়সা লাভ তো হয়ই নি, উপরন্তু ঘর থেকে আমার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বেরিয়ে গেছে।

প্রকাশ। আজ তোমার একথা বলার কোন মানে হয় না প্রদীপ। আজ বাদে কাল নতুন বই খুলবে। থিয়েটারে এই সময়টা প্রত্যেকের ডাল্ যায়, আমাদেরও যাচ্ছে, কাজেই—! তোমার এই টাকার ভরসাতেই আমি স্টাফকে আজ কথা দিয়েছিলাম কিছু কিছু দেব বলে। আমি আজ কি বলবো তাদের ?

প্রদীপ। বলে দাও যে প্রদীপবাবু থিয়েটার রাখবেন না।

প্রকাশ। রাখবেন না মানে ? কাল নতুন বই খুলবে—আজ নাকি এসব কথা বলা যায় ? প্রদীপ, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি, আমাকে এই দু'হাজার টাকা দিয়ে আমার ইজ্জৎ রক্ষা করো। আমি বলছি—নতুন বইএ তোমার লাভ হবে—তুমি দেখে নিও। টিকিট বিক্রি হ'য়েছে, পোস্টার পড়ে গেছে। এ সময় পিছিয়ে গেলে সর্বনাশ হবে যে ভাই !

প্রদীপ। হোক সর্বনাশ। আমি আর একটি পয়সা দিতে পারবো না। শুধু তাই নয়, তোমাকেও বলে যাই, যদি পারো, তবে তুমিও থিয়েটার ছেড়ে দাও।

প্রকাশ। থিয়েটার ছেড়ে দাও ! স্টুপিডের মতো কথা বোলো না প্রদীপ। তুমি, আমি, দীপক—আমরা তিনজনে ক্লাস মেট্, একসঙ্গে থিয়েটার করেছিলাম। আজ কোন্ আক্কেলে আমি

এতগুলো মানুষকে বলবো যে তাদের চাকরী নেই! কোন মানে হয় এ কথার? যাট জন লোক চাকরী করে এ থিয়েটারে—প্রত্যেকের বাড়ীতে যদি গড়পড়তা চারজন করেও খাবার লোক থাকে—তবে এই ধরো প্রায় আড়াইশো লোকের মুখের অন্ন ঘুচে যাবে! প্রদীপ, তোমার পায়ে পড়ি ভাই, আমাকে শেষবারের মতো এই টাকাটা দাও। আমি বলছি—আমাদের এই বইতে লাভ হবে।

প্রদীপ। আমাকে মাপ করো প্রকাশ। আমি নিরুপায়।

প্রদীপ প্রস্থান করলো। নিরুপায়ের মত চেয়ে রইলো প্রকাশ। তারপর ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লো। পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ করলো দীপক। দীর্ঘকায় যুবক, সুন্দর চেহারা। সর্বক্ষণ নেশা করে বলে চোখ দুটি আধ-বোজা।

প্রকাশ। (না চেয়ে) কে?

দীপক। আমি দীপক। রাগিণী নই বাবা—মানুষ। চেঁচিও না, নেশা ছুটে যাবে।

প্রকাশ। দীপক! আমি ভয়ানক বিপদে পড়েছি!

দীপক। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তবু যাহোক কিছুতে পড়েছ। কিন্তু আমরা যে শূন্যে ঝোবুল্যমান।

প্রকাশ। দীপক! আজ রাত্রের মধ্যে আমাকে কে দু'হাজার টাকা দিতে পারে—বলতে পারো?

দীপক। হ্যাঁ পারি।

প্রকাশ। বলতো, বলতো ভাই!

দীপক। ইম্পিরিয়াল-লয়েডস্-গ্রীণ্ডলে ব্যাঙ্ক পারে, মহারাজ প্রদ্যোত কুমার ঠাকুর পারেন, বিড়লা-গোয়েঙ্কা-ঝুনঝুনওলা পারে,—আরো আরো লোকজন সব পারে!

প্রকাশ। ঠাট্টা নয় দীপক। প্রদীপ আর একটা পয়সা দেবে না বলে গেল।

দীপক। প্রদীপ বুঝি নিভে গেল! নিভবে জানতাম—কারণ ওর তেল ফুরিয়েছিল বহুদিন। আমরাই শুধু সল্‌তে বাড়িয়ে বাড়িয়ে ওকে জ্বালিয়ে রেখেছিলাম। তা—কী করবে এখন?

প্রকাশ। তাই তো ভাবছি। স্টাফকে বলেছিলাম—আজ কিছু দেবো। গেলে তো আমায় খেয়ে ফেলবে।

দীপক। রসনাতৃপ্তিকর হবে না। কারণ তোমার মাংসে নুন কম! যাক্‌গে, কত টাকা দরকার?

প্রকাশ। প্রোডাকশান খরচ নিয়ে দু' হাজার।

দীপক। আমার কাছে তো নেই,—তবে যদি তন্বীর কাছে—

প্রকাশ। চাইতে পারবে তন্বীর কাছে?

দীপক। কেন পারবো না?

প্রকাশ। না, বলছি এই কারণে, তন্বীর সঙ্গে তুমি তো ব্যবহারটা ভাল কর না। আমরা সবাই জানি, সে তোমার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী চুলোয় যাক, আমার তো মনে হয়—তুমি তার সঙ্গে ভাল ক'রে কথাও বলো না!

দীপক। বিয়েটাই যে কেমন ভালভাবে হ'ল না। ওকে নিয়ে গেল পুলিসে ধরে। মনীষার কান্নাকাটি দেখে মনটা এমন

হ'য়ে গেল, সটান থানায় গিয়ে বললাম—ওকে ছেড়ে দিন, আমি বিয়ে করবো। ওরা দিলে ছেড়ে। তারপর পুরোহিত-টুরোহিত ডাকিয়ে গোটাকতক সংস্কৃত মন্ত্র তো আমাকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, নয়-কী ?

প্রকাশ। মন্তরের কথা বাদ দাও। ওদের কার, আর ক'জনের মন্তর পড়ে বিয়ে হয় ? তা নয়,—তন্বী তোমাকে স্বামীর মতো দেখে কিনা ?

দীপক। তা দেখে। একটু বেশী পরিমাণেই দেখে। যা বলি তৎক্ষণাৎ করে। সারারাত্রি জেগে অপেক্ষা করে, পাছে আমি রাত্রে ফিরে না খেয়ে শুয়ে পড়ি। ছায়ার মতো আসে যায়, কখনো কিছু চায় না আমার কাছে। এতে ক'রে হ'চ্ছে এই যে, ওর অস্তিত্বটা আমি ক্রমে ক্রমে ভুলে যাচ্ছি।

প্রকাশ। ভুলে যাচ্ছো ?

দীপক। হ্যাঁ। কালকেই ওকে ডেকে বলেছি যে, মাঝে মাঝে কিছু চেয়ো। কিছু চেয়ে আমাকে জানিয়ে দিয়ো যে তুমি আছো··· যাই হোক, তুমি বসো, আমি দেখি তন্বীর কাছে টাকা আছে কিনা ? যদি থাকে, এখুনি এনে দিচ্ছি। কিন্তু তুমি ওর টাকাটা ফেরৎ দিও—কেমন ?

প্রকাশ। নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে আর বলতে ! [দীপকের প্রস্থান

পচা নামে একটি চাকর বাইরের দিক থেকে ঢুকে ভিতরে যাচ্ছিল। প্রকাশ তাকে ডাকলো—

প্রকাশ। ওরে পচা !

পচা। আজ্ঞে।

প্রকাশ। কোথায় চলেছিস এমন হন্তদন্ত হ'য়ে ?

পচা। বাড়ীর মধ্যে।

প্রকাশ। —কেন রে ?

পচা। দীপকদা বাড়ী ফিরেছেন। খাবার-টাবার আনতে তন্বীদি এখনি হয়তো খুঁজবেন !

প্রকাশ। দীপক এলেই বুঝি খাবার রেডি রাখতে হবে ?

পচা। হ্যাঁ।

প্রকাশ। হ্যাঁরে পচা ! তোর দীপকদা, তন্বীদির সঙ্গে কথা-টথা বলে ?

পচা। খুব কম। দিনে বোধ হয় দুবার। এক—বিকেলে বেরোবার সময়—পকেটের শিশিটাতে মধু ভরে দেবার সময়, আর একবার বেলা ১০টা-১১টায় ফিরে চান ক'রে ভাত খাবার সময় !

প্রকাশ। ব্যস্ ?

পচা। ব্যস্ ! আমি যাই প্রকাশদা ?

প্রকাশ। আচ্ছা, যা।

পচা ছুটে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।
দীপক ঢুকলো।

দীপক। ঠিক আছে প্রকাশ। তন্বী যখন আজ বিকেলে রিহারস্থালে যাবে, তখন ওই টাকাটা নিয়ে যাবে। তুমি তখন নিয়ে স্টাফকে পে কোরো।

প্রকাশ। বেশ, তাই হবে। দু' হাজার টাকাই তো ?

দীপক। হ্যাঁ।

প্রকাশ। তুমি রিহারস্থালে যাবে না ?

দীপক। আমি আবার আজ গিয়ে কী করবো ?

প্রকাশ। বাঃ! নতুন বইএর রিহারস্থাল। তুমি হিরো, তুমি না গেলে চলবে কেন ? ছেলেমেয়েগুলোকে একটু আলাদা কোরে না দেখলে চলছে কই ?

দীপক। কোন দরকার নেই। পরশু দিন একবারে গিয়েই সুভদ্রা-হরণ করে আসবো।

প্রকাশ। ভাল।

প্রকাশ চলে গেল। দীপক কিছুক্ষণ কী ভেবে ভেতরে যাবে, এমন সময় বাইরে থেকে হৃদয়বিদারী চীৎকার ভেসে এল—

নেপথ্যে। বাড়ীতে কেউ আছেন নাকি মশায় ?

দীপক। কী আওয়াজ রে বাবা! কে ?

নেপথ্যে। আজ্ঞে আমি।

দীপক। শুধু আমিতে কিছু বোঝা গেল না। দয়া ক'রে আমিটাকে সামনে আনুন।

এক পককেশ বৃদ্ধ প্রবেশ করলো। বগলে ছাতি এবং লাঠি একসঙ্গে বাঁধা। ফিতে বাঁধা জুতো পায়ে, ধুতি, গলাবন্ধ কোট। দ্রুতভাষী

দীপক। কী চাই ?

আগন্তুক। আজ্ঞে চাই অনেক কিছু। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—কিন্তু জগতের সব কিছু তো চাইলেই পাওয়া যায় না, তাই একটু সমঝে চাইতে হয়।

দীপক। আপনার কাকে চাই ?

আগ। চাই আমি প্রদীপবাবুকে ?

দীপক। কে প্রদীপবাবু ?

আগ। কেন ? বাহাদুরপুরের জমীদারবাবু। আর আপনাদের থিয়েটারের প্রোপ্রাইটারবাবু! হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ!

দীপক। ও! তিনি তো এখানে আসেন না!

আগ। এই দেখুন! আবার বিপদে ফেললেন। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ! কোলকাতা এসেই গেলুম একজায়গায়—তাঁরা বললেন এখানে আসেন না। সেখান থেকে গেলুম তামাসা না তমসা বলে এক মেয়েছেলের বাড়ী—বললেন—তিনি এখানে আসেন না। তবে ঠিকানা দিলেন মনসা না মনীষা নামে আর একটি মেয়ের—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—

দীপক। এই বাড়ী।

আগ। তাহ'লেই বুঝুন—আপনি বলছেন—এখানেও তিনি আসেন না। তাহ'লে কোথায় তিনি আসেন, সেইটি দয়া ক'রে বলে দিলে বাধিত হবো। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—

দীপক। আপনার নাম কী ?

আগ। আমার নাম দুঃখদহন দেবশর্মা চক্রবর্তী।

দীপক। দুঃখদহন আপনার নাম ?

দুঃখ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

দীপক। দুঃখটা থাক্। দহনটা কেটে বহন করুন। তাতে আপনার নামের মহিমা বাড়বে।

দুঃখ। ভাল ভাল। ও দহন বহন একই কথা। বহন ক'রে নিয়ে গিয়েই তো দহন! বেশ বেশ।

দীপক। আমি আপনাকে একটা ঠিকানা দিচ্ছি। এখানে তাকে নিশ্চয় পাবেন।

দুঃখ। পাব?

দীপক। নিশ্চয় পাবেন! কিন্তু খবরদার আমার নাম করবেন না, তাহ'লে সর্বনাশ হবে।

দুঃখ। আচ্ছা, তাহ'লে করবো না। সর্বনাশ হ'লে নাম করবো না।

দীপক। আপনি নির্ভয়ে চলে যান। যে ঠিকানা দিলাম, সেখানে আপনি তাকে পাবেনই।

দুঃখ। বেঁচে থাকো বাবা। দীর্ঘজীবী হও। তুমি বড় ভাল ছেলে। বড় ভাল ছেলে তুমি। তা তোমার নামটি কী বাবাজী?

দীপক। আমার নাম দীপক।

দুঃখ। দী-পক? মানেটা কী হ'ল? দী-পক? দ্বিপদ হ'লে বুঝতে পারতাম যে চতুষ্পদ নয়। মানেটা—

দীপক। মানে আমার বাবা জানতেন, এবং মরবার সময় তিনি বলে যাননি। আপনি প্রস্থান করুন, নইলে—কেস্ খারাপ হবে।

দুঃখ। আচ্ছা—আচ্ছা—বেঁচে থাকো বাবা!

আশীর্বাদ করতে করতে দুঃখদহন চলে গেল। দীপক সেই দিকে চেয়ে রইল।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রদীপের বাগান-বাড়ী। মোসাহেবগণ বসে আছে। তারা হল্লা করছে। মনোহর নামে প্রধান মোসাহেব বসে কী যেন ভাবছে।

১ম। হুজুর যখন বলছেন আজ কিছু কিছু দেবেন—তখন বেম্মার ব্যাটা বিষ্টু এলেও সে কথা রদ হবে না—তুই দেখে নিস্।

২য়। তা জানি, তা জানি। কিন্তু কত ক'রে—সেই হচ্ছে কথা।

৩য়। যত ক'রেই হোক, খাচ্ছি-দাচ্ছি ফূর্তি করছি। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া এখানেই করছি। গাড়ী ভাড়াও পাচ্ছি, আবার কী?

৪র্থ। মন্দ কি। আছি তো ভালই। তবে হ্যাঁ, পহা-টহা মাঝে-মধ্যে না পেলে চলে কী?

মনো। এই! ফের চেল্লাচিল্লি করছিস? বলেছি না যে চুপচাপ বসে থাকবি!

১ম। হ্যাঁ মনোহরদা, মনে আছে।

মনো। খবরদার, আওয়াজ করবিনে। একদম চুপ! এই ধনা!

২য়। কী মনোহরদা?

মনো। হুজুর তোকে যা বলেছিল—তার কী হ'ল?

২য়। সে ঠিক আছে। তুমি হুকুম করলেই হ'য়ে যাবে।

মনো। আচ্ছা। বিল্লে?

৩য়। হ্যাঁ মনোদা!

মনো। তোকে চন্দননগর থেকে হুজুর যা আনতে বলেছিল এনেছিস?

৩য়। মজুদ।

মনো। বহোতাচ্ছা। এবার তাহ'লে চুপ ক'রে বোস সবাই। আমি গান গাইবো।

৪র্থ। এই চুপ কর্, চুপ কর্! মনোদা গান গাইবে।

মনোহর হারমোনিয়াম টেনে নিলো, বিল্লে নিলো তবলা।

মনোহরের গান

ছিল যে স্মরণের পরপারে—
মরণে কেন তারে আন দ্বারে
যে ফুল ঝরে গেছে ভূমিতলে—
জাগিবে না তব আঁখিজলে—
মিলনবাণী বৃথা বল তারে
মরণে কেন তারে আন দ্বারে॥

গানের মাঝখানে প্রদীপ প্রবেশ করলো। তাকে দেখে সবাই উঠে দাঁড়ালো। মনোহর গান বন্ধ করলো।

প্রদীপ। মনোহর!

মনো। হুজুর!

প্রদীপ। ঝামেলা হটাও।

মনো। এই! পাতলা হও—সব পাতলা হও! হুজুর একটু একলা থাকবেন।

মোসাহেবরা একে একে সরে গেল। প্রদীপ ভাল করে বসে চারদিকে চাইল। কাউকে না দেখে ডাকলো—

প্রদীপ। মনোহর।

মনো। হুইস্কী।

মনোহর পাত্রে মদ ঢেলে দিল। প্রদীপ পান করে যেন একটু সুস্থ হল। তারপর মনোহরকে বললো—

প্রদীপ। মনোহর!

মনো। হুজুর!

প্রদীপ। এদিককার হালচাল কী?

মনো। কালকে রাত্রে এখান থেকে ফেরবার সময় থিয়েটারের ভেতর গিয়েছিলাম—দেখলাম খুব গণ্ডগোল। মানে, সকলেই দেখলাম রেগে আছে। অর্থাৎ মাইনে না দিলে সুভদ্রাহরণ প্লে খোলা হবে না।

প্রদীপ। আমি তো প্রকাশকে বলে এলাম যে, থিয়েটারে আমি এক পয়সাও দিতে পারবো না।

মনো। বেশ করেছেন স্যার।

প্রদীপ সুরার গেলাসটা তুলতে যাবে—এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ হ'ল—

নেপথ্যে। পেসাদটা দিন স্যার, জুড়িয়ে যাচ্ছে যে!

সনাতন প্রবেশ করলো। থিয়েটারের অভিনেতা। সে ঢুকে টেবিলের উপর রাখা গেলাস তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে রেখে দিল।

প্রদীপ। তারপর, সনাতন,—থিয়েটার যে তুলে দিলাম।

সনা। বেশ করেছেন স্যার। ওসব ঝামেলা-বাজীতে না থাকাই ভাল।

প্রদীপ। এখন তোমরা খাবে কী?

সনা। খাব হরিমটর! কিন্তু তার দরকার হবে না। আজ তো সকালে আমরা কিছু কিছু মাইনে পেয়েছি। তারপর প্রকাশবাবু বলেছে—পরশু প্লের পর আবার কিছু কিছু দেবে।

প্রদীপ। পরশু কী প্লে?

সনা। কেন! সুভদ্রাহরণ!

প্রদীপ। পরশু সুভদ্রাহরণ প্লে! সে কি!

সনা। হ্যাঁ স্যার।

প্রদীপ। হুঁ! প্রকাশকে এই টাকা কে দিলো, বলতে পারো সনাতন?

সনা। তা ঠিক বলতে পারবো না স্যার। তবে আড়ালে-আবডালে শুনেছি—মনীষা দিয়েছে।

প্রদীপ। মনীষা দিয়েছে? সে কোথায় টাকা পাবে?

সনা। কী যে বলেন স্যার! মনীষা কোথায় টাকা পাবে? তার টাকার অভাব কী?

প্রদীপ। হ্যাঁ, তা বটে।

উঠে পায়চারী করতে লাগলো।

প্রদীপ। ও! আমাকে তাহ'লে এইভাবে এবার অপমান করা হ'ল। আচ্ছা, আমিও যদি এর প্রতিশোধ নিতে না পারি, তবে আমার নামই প্রদীপ চৌধুরী নয়। আচ্ছা!

সনা। কিন্তু তা যেন হ'ল, কিন্তু এদিকে যে আমার সর্বনাশ হয়ে গেল স্যার, তার একটা ব্যবস্থা করুন।

প্রদীপ। কী হ'ল তোমার আবার ?

সনা। আমি এবার রেঞ্জার্সের টিকিট কিনে মরেছি স্যার। সেই থেকে আমি খেতে পারিনে, ঘুমোতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখ বুজলেই দেখি—খালি ঘোড়া দৌড়চ্ছে···ঘোড়া দৌড়চ্ছে···

প্রদীপ। বেশতো তাতে কী হ'য়েছে। যদি টাকা পাও, ভালইতো।

সনা। আপনি তো স্যার ভালইতো বলে খালাস! যদি মনে করুন, আমার ঘোড়াটা ফার্ষ্ট হয়! ওরে বাবারে! ওরে বাবারে!

প্রদীপ। যাও মূর্খ, বাইরে যাও। এখানে বসে তোমায় বক্-বক্ করতে হবে না। Get out!

সনা। আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। আজকে গেট আউট্ হচ্ছি স্যার, আবার কালকে গেট ইন্ হবো।

সনাতন চলে গেল। প্রদীপ পায়চারী করতে
করতে ডাকলো—

প্রদীপ। মনোহর!

মনো। হুজুর!

প্রদীপ। শুন্‌লি সব ?

মনো। হ্যাঁ হুজুর।

প্রদীপ। কী করা যায়, বল্ দিকিন ?

মনো। বলবো হুজুর ?

প্রদীপ। হ্যাঁ বল্!

মনো। তাহ'লে বলি হুজুর।

প্রদীপ। বল্ না!

মনো। আমাদের থিয়েটারে তন্বী বলে একটি মেয়ে আছে।

প্রদীপ। হ্যাঁ আছে।

মনো। সে হচ্ছে দীপকের স্ত্রী।

প্রদীপ। দীপকবাবুর স্ত্রী! (হো হো ক রে হেসে উঠলো) তোর নেশা বেশী হ'য়েছে মনোহর। মাথায় জল দিয়ে আয় গে যা। দীপক বিয়েই করেনি।

মনো। লোকে তাই জানে বটে, কিন্তু ঘটনা তা নয়। সেই যে অনেকদিন আগে পুলিসে তন্বীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, দীপকবাবু সেই সময় থানাতে গিয়ে ওকে নিয়ে এসে বিয়ে করেন।

প্রদীপ। ঠিক বল্‌ছিস?

মনো। হ্যাঁ হুজুর।

প্রদীপ। আচ্ছা, তাই যেন হ'ল। তারপর বল্!

মনো। দীপকবাবুকে জব্দ করতে না পারলে ও থিয়েটার বন্ধ করা যাবে না। কাজেই দীপকবাবু যাতে ভেঙে পড়েন, এমন কাজ আমাদের করতে হবে।

প্রদীপ। উপায়টা বল্!

মনো। তন্বীকে যদি কোনরকমে আমাদের এই বাগানবাড়ীতে আট্‌কে রাখা যায়, তাহ'লে সেই শোকে দীপকবাবু ভেঙে যাবে—তাহ'লে থিয়েটারও উঠে যাবে।

প্রদীপ। বহোতাচ্ছা বুদ্ধি! কিন্তু কী ক'রে তন্বীকে আনা যায়?

মনো। সে ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি। একটি লোককে এনে রেখেছি, তার সঙ্গে কথা বলুন। সেই সব ক'রে দেবে।

প্রদীপ। নিয়ে আয়।

মনোহর ভিতরে গিয়ে একটি লোককে নিয়ে ঢুকলো। লোকটি
ঘরে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করলো। লোকটির বয়স
হবে বছর ষাট। গোঁফ আগাগোড়া পাকা।
চুলগুলো কাঁচাপাকা।

প্রদীপ। কী নাম তোমার?

লোক। আজ্ঞে গঙ্গাধর বলে সবাই ডাকে।

প্রদীপ। তা ভাল! কী করতে হবে, তা মনোহরের কাছ থেকে শুনেছ বোধ হয়?

গঙ্গা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রদীপ। কী ভাবে কী করবে—একটু বলতো দেখি।

গঙ্গা। পরশু—সুভদ্রাহরণের ওপ্‌নিং-এর দিন।

প্রদীপ। পারবে?

গঙ্গা। আশীর্বাদ করবেন।

প্রদীপ। ভাল। কী দিতে হবে তোমাকে?

গঙ্গা। এ সব কাজে বড় ঝকমারী। হাজারের নীচে করি না। তবে আপনি এক থাপ্পড় মারবেন।

প্রদীপ। বেশ। আমি তোমাকে পাঁচশো টাকাই দেবো। তাহ'লে তুমি কাজ করবে কবে?

গঙ্গা। পরশু।

প্রদীপ। বেশ। পাকা।

গঙ্গা। আর একটা কথা বলবো হুজুর ?

প্রদীপ। বলো।

গঙ্গা। এসব ব্যাপারে, আমি পূরো টাকা হাতে না নিয়ে কাজ করি না। কিন্তু—হুজুর বনেদী ঘরের ছেলে, আপনার কাছে আর —তবে হ্যাঁ, কিছু এ্যাডভান্সো—

প্রদীপ। বেশ! কত চাই ?

গঙ্গা। শ' আড়াই দিন।

প্রদীপ। তুমি একটু বোসো। আমি তোমাকে আড়াই শো টাকা এনে দিচ্ছি।

গঙ্গা। যাজ্ঞে।

প্রদীপ ভেতরে গেল। মনোহর গুটি-গুটি এগিয়ে গেল।

মনো। হ'য়ে তো গেল ব্রাদার। বলি, আমার কথা মনে আছে তো ?

গঙ্গা। বাঃ! মনে থাকবে না কী রকম ? তোমার জন্যেই তো বলতে গেলে—! তা শতকরা তেত্রিশ টাকা তিন আনা ক'রে না নিয়ে ত্রিশ ক'রে লাও।

মনো। বেশ। তাই না হয় নেব। কিন্তু আবার বলছি গঙ্গা, আগুন নিয়ে খেলা করতে নামছো! হুঁসিয়ার!

গঙ্গা। আরে লাও! হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।

মনো। না না, ঠাট্টা নয়। তন্বী মনীষার বোন। বাংলা থিয়েটারে মনীষার মত বাঘিনী এখন একটাও নেই। যদি জানতে পারে, তবে তোমার কল্‌জে ছিঁড়ে কুকুরকে খাওয়াবে ।

গঙ্গা। খালি খালি ভয় দেখাচ্ছো কেন ভাই।

প্রদীপের প্রবেশ। তার হাতে টাকা।

প্রদীপ। এই নাও তোমার আড়াই শো টাকা। কী ভাবে কী বন্দোবস্ত হবে—বলো!

গঙ্গা। হুজুর, আপনার গাড়ী আছে তো?

প্রদীপ। হ্যাঁ।

গঙ্গা। ব্যস। মনোহরকে ড্রাইভার সাজিয়ে গাড়ীখানা একবার রাত্রি ৯টার সময়ে থিয়েটারের থেকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন। কোথায় গাড়ী থাকবে, আমি মনোহরকে বলে দেব, আর কী কী করতে হবে, তাও আমি মনোহরকে বলে দেব।

প্রদীপ। ভাল কথা।

গঙ্গা। তাহ'লে আসি হুজুর। পাতোপ্লেনাম!

প্রদীপ। এস।

গঙ্গা। এস মনোহর। আমি তোমাকে এই ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিই।

মনো। যাব হুজুর?

প্রদীপ। যাও!

মনোহর ও গঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে তমসা নাম্নী একটি ভদ্রকুমারীর একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। প্রদীপের তখন নেশা হ'য়েছে। সে তমসার ছবির দিকে চেয়ে বললো—

প্রদীপ। তমসা দেবী! তুমি বড় চালাক না? তুমি ভেবেছ যে চুপি চুপি দীপককে বিয়ে করবে—আর আমরা কেউ জানতে

পারবো না। তোমার ওই মিষ্টি মিষ্টি কথায় জগৎ ভুলতে পারে, কিন্তু প্রদীপ ভুলবে না। সুন্দর মুখ! তোমার ওই সুন্দর মুখে আমি চাবুক মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেব।

হঠাৎ দেয়ালে টাঙানো হাণ্টারটা নামিয়ে নিয়ে সপাসপ্ ক'রে উন্মাদের মতো চাবুক মারতে লাগলো তমসার ছবিতে। আর বলতে লাগলো…

এবার কোথায় যাবে তুমি? প্রদীপ চৌধুরীর চাবুক প্রেম মানে না, স্নেহ মানে না, কিছু মানে না। বেইমানী দেখলে সে চাবুক মেরে সুন্দর মুখকে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারে—

হঠাৎ নেপথ্যে হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ শব্দে দুঃখদহনের হাসি শোনা গেল। প্রদীপের হাতের চাবুক হাতেই থেকে গেল। সে যেন একটা অজানিত ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠলো। তবু ভয়ে ভয়ে বললো—

প্রদীপ। কে?

নেপথ্যে। আমি বাবাজী, আমি!

প্রদীপ। ভেতরে এস।

দুঃখদহন প্রবেশ করলো। তাকে দেখে যেন পাথর হয়ে গেল প্রদীপ। বললো—

প্রদীপ। তুমি এখানে!

দুঃখ। মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। তোমার জন্য বাবাজী কোলকাতা আসা কী ছার, আমি সাগর লঙ্ঘন করতে পারি।

প্রদীপ। কবে এসেছ তুমি?

দুঃখ। তা' আজ দিন চারেক হবে। কিন্তু শুধু আমি কেন বাবাজী, 'আমরা' এসেছি—

প্রদীপ। ও! কী চাও?

দুঃখ। সেই এক চাওয়া। তোমার কাছে সেই সনাতন চাওয়া। আদি ও অকৃত্রিম। তোমার প্রসন্নতা। নইলে এই বৃদ্ধ-বয়সে কর্তাই বা আসবেন কেন কোলকাতায়, বৌরাণীই বা আসবেন কেন? আর আমিই বা হন্যে হ'য়ে তোমার ঠিকানার জন্য ঘুরে মরবো কেন?

প্রদীপ। কোথায় পেলে এই ঠিকানা?

দুঃখ। সে এক মজার ব্যাপার বাবাজী। প্রথমে গেলুম থিয়েটারে, সেখানে প্রকাশ বলে এক ভদ্রলোক তামাসা না তমসা নামে একটি মেয়ের ঠিকানা দিলে, সেখানে গিয়ে শুনলাম—তুমি আজকাল সেখানে যাও না। সেখানে সে মেয়েটি মনসা না মনীষা নামে একটি মেয়ের ঠিকানা দিলে, সেখানে গিয়ে দীপক নামে একটি ছেলে তোমার এই ঠিকানা দিলে।

প্রদীপ। দীপক তোমায় এই ঠিকানা দিয়েছে? দীপক দিয়েছে? দীপক?

দুঃখ। এই দেখ। তার ওপর রাগ ক'রে লাভ নেই বাবাজী। সে অতি উৎকৃষ্ট ছেলে, খাসা ছেলে। শুধু নামটাই একটু যা বেয়াড়া! যাই হোক, চলো!

প্রদীপ। কোথায়?

দুঃখ। কোথায় আবার! দাদুর কাছে!

প্রদীপ। আজ তো আমার সময় নেই!

দুঃখ। তা বললে কি চলে বাবাজী? সময় ক'রে নিতে হয়! আমি এতদূর থেকে বুড়ো মানুষ হাঁপাতে হাঁপাতে এলুম, আর তুমি বললে—সময় নেই। তা হয় না বাবাজী। চলো!

এই বলে প্রদীপের হাত ধরলো। প্রদীপ এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চাদরখানা টেনে গায়ে জড়িয়ে নিল। পরে দুঃখদহনের অনুগমন করলো।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রদীপের দাদু যদুপতির ঘর। একজন বোষ্টম বসে গান গাইছিল, যদুপতি গান শুনতে শুনতে তামাক খাচ্ছিলেন পেছনে বিশ্বস্ত বৃদ্ধ চাকর নিতাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল।

যদু। নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদু। বাবাজীকে চার আনা পয়সা দিয়ে দে।

নিতাই। যাজ্ঞে।

নিতাই চার আনা পয়সা ভিখারীকে দিয়ে দিল। তারপর ফিরে এসে আবার বাতাস করতে লাগলো।

যদু। নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদু। গিলেছ কিছু?

নিতাই। আজ্ঞে?

যদু। বলি গিলেছ কিছু? গলাধঃকরণ করেছো?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদু। তা করবেন বৈকি! খাওয়ার বেলায় বেশ পরিপাটি। দুবেলা দুধ, ঘি, দই, রাবড়ি লেগেই আছে, শুধু কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ। কী বলো?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদু। কেন? আজ্ঞে হ্যাঁ কেন? কাজকর্ম কি তোমার মন দিয়ে করতে ইচ্ছে করে না? ব্যাটা হারামজাদা—শূয়োর—পাজী—নচ্ছার—ড্যাম! দেব বাড়ী থেকে দূর ক'রে। দূর হ'য়ে যা। এখুনি দূর হ'য়ে যা! (নিতাই যেতে উদ্যত) কোথায় যাচ্ছিস? বাতাস কর্! তামাক দে!

নিতাই ফিরে এসে বাতাস করতে লাগলো।

যদু। নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদু। দুঃখদহনটাকে পাঠানো কি ঠিক হ'ল? ওর এই বুড়ো বয়েস···

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই।

যদু। আজ্ঞে হ্যাঁ তাতো বটেই, কেন? তোমার নিজের কী কোন স্বাধীন মতামত নেই? সবটাতেই গণ্ডায় আণ্ডা দিতে হবে? ব্যাটা হতভাগা—পাজি—নচ্ছার—ড্যাম—ননসেন্স! বেরিয়ে যা,

বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—চল্লি কোথায়? বাতাস কর্! তামাক দে!

নিতাই ফিরে এসে তামাকের নলটি তুলে দিল। যদুপতি কিছুক্ষণ তামাক টানলেন—

যদু। আচ্ছা নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদু। আচ্ছা ধর্! প্রদীপবাবু এলেন না! ধর্! তাহ'লে কোর্টে এমন একটা দরখাস্ত করা যায় না যে—ঘরে সোমত্ত একটা বউ ফেলে রেখে বাবু কোলকাতায় ফূর্তি ক'রে বেড়াচ্ছেন—ওকে পুলিস দিয়ে ধরে এনে ঘরে তালাচাবী বন্ধ ক'রে রাখা হোক্! হয় না?

নিতাই। আজ্ঞে, হয় বোধ হয়।

যদু। বোধহয় কেন? বল্লি, বোধহয় কেন? তুমি কী এমন তালেবর এলে যে বিজ্ঞের মত বোধ হয় বলছো! দূর! দূর! চুচক্ষে দেখতে পারিনে হারামজাদাকে। দূর হ'য়ে যা! এখুনি যা!...... চল্লি যে! তামাক দে! বাতাস কর্!

নিতাই ফিরে এসে বাতাস করতে লাগলো, এমন সময় একজন চাকর ঢুকে বললো—

চাকর। আপনার খাবার দেওয়া হ'য়েছে।

যদু। এই যে যাই! নিতাই!

নিতাই। আজ্ঞে!

যদু। আজ সকালে বাজার গিয়েছিল কে?

নিতাই। আজ্ঞে তা ঠিক আমি বলতে পারলাম না।

যদু। কেন বলতে পারলে না? বলি, কী এমন রাজকার্যে ব্যস্ত ছিলে তুমি যে, দয়া ক'রে এ খবরটুকুও রাখতে পারো না? দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে। দূর-হ—এখুনি দূর-হ। কোথায় যাচ্ছিস্! রাগ আছে ষোল আনা, কাজের সঙ্গে দেখা নেই। এদিকে আয়। বাতাস কর্! তামাক দে!

নিতাই পাখা রেখে চলে যাচ্ছিল—ফিরে এল আবার।

যদু। যাই হোক, তোকে আমি রাখবো না। কাল সকালে উঠে চলে যাবি তুই।...বুঝলি?

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ।

যদু। খেয়ে যেও যেন দয়া ক'রে। রাগ ক'রে না খেয়ে গেলে আমার সংসারে আবার অলক্ষ্মী লাগবে। তোমার তাতে ভারী মজা! দাঁড়াও আগে খেয়ে আসি। তারপর হচ্ছে তোমার ব্যবস্থা।

ধীরে ধীরে যদুপতি চলে গেলেন। নিতাই পাখা রেখে হাসলো। বাইরে থেকে দুঃখদহন ও প্রদীপ প্রবেশ করলো।

প্রদীপ। এ আমাকে কোথায় আনলে তুমি?

দুঃখ। ঠিক জায়গাতেই এনেছি বাবাজী। রাগ করবারও কিছু নেই, দুঃখ করবারও কিছু নেই। যে কর্তব্য তুমি স্বেচ্ছায় ভুলেছ, আমি তাকে মনে করিয়ে দিলাম।

প্রদীপ। তুমি একটা স্কাউনড্রেল!

দুঃখ। তা তোমাদের সংসারে সারাজীবন অন্নজল খেলাম। তোমাকে এইটুকু বেলা থেকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি। কাজেই এইটুকু প্রাপ্য পাব বৈকি!

প্রদীপ। তোমাকে হাণ্টার পেটা করা উচিত।

ছুঃখ। বনেদী জমিদারী রক্ত--এ-সব কথা চলে বাবাজী। আমি ওতে কিছু মনে করবো না। কিন্তু তুমি বাবাজী রাগ ক'রে বৌরাণীকে ত্যাগ ক'রে যে চলে গেলে—তার অপরাধ?

প্রদীপ। ঘুঁটে-কুড়েনীর বেটি রাজরাণী হয়েছে,—অপরাধ তার কেন হবে, অপরাধ আমার।

ছুঃখ। মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভেবে দেখ বাবাজী। তোমার দাদামশায়ের সম্পত্তি কত্তাবাবু তোমাকে দেননি,—তিনি কি অন্যায় করেছিলেন বলে মনে কর?

প্রদীপ। একশোবার অন্যায় করেছিলেন।

ছুঃখ। মোটেই না। যে টাকা নিয়ে তুমি কোলকাতা এসে বসেছিলে—সে টাকা উড়িয়ে দিতে তোমার ছু'বছরের বেশী লাগলো না। এর ওপর যদি আবার দাছুর টাকা যোগ হতো—তাহ'লে আর রক্ষে ছিল না। যাই হোক. এলে যখন দয়া ক'রে বাবাজী, তখন একটু বোস, আমি বৌরাণীকে খবর দিই। তিনি আসুন, তাঁর সঙ্গে ছুটো কথা বলে তুমি চলে যাও, আমার দায়িত্ব থেকে আমায় মুক্তি দাও।

প্রদীপ। আমি কারো সঙ্গেই দেখা করতে পারবো না। তুমি মতলব ক'রে এখানে নিয়ে এসেছ না?

ছুঃখ। তোমার নিজের বাড়ীতে তুমি আসবে—এর মধ্যে আমার মতলবের কোন কথা উঠতে পারে না। আমি কে বাবাজী, আমি কেউ নয়। আমি নুন খেয়েছি তোমাদের।

[হঠাৎ যদুপতির প্রবেশ।

যদু। কার গলার আওয়াজ দুঃখদহন? একি! তুমি কখন এলে ভাই? বাইরে কেন? দুঃখ, ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। ওরে নিতাই, দিদিরাণীকে একটা খবর দে প্রদীপ এসেছে।

প্রদীপ। না, আমি বসতে পারবো না। হঠাৎ লোক পাঠিয়ে আমায় ধরে আনানো হ'ল কেন, আমি সেই কথা জানতে চাই।

যদু। এটা তোমার বাড়ী।

প্রদীপ। না আমার বাড়ী নয়।

যদু। তবে কার বাড়ী?

প্রদীপ। তোমার।

যদু। আমার কে আছে?

প্রদীপ। কেন? তোমার বৌরাণী আছে।

যদু। বৌরাণী কি আমার না তোমার?

প্রদীপ। তোমার।

যদু। চমৎকার কথা। তুমি আনলে বিয়ে করে বউ ঘরে, সে হ'য়ে গেল আমার সম্পত্তি? অবিশ্যি সে রকম বয়স থাকলে তোমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে না হয় রাজী হতাম।

প্রদীপ। ইয়ারকী রাখো। আমি তোমাদের ঘৃণা করি। তোমার নাতবৌকে ঘৃণা করি। তোমার গোটা বংশটাকে আমি ঘৃণা করি।

যদু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আজ তোমার বাবা বেঁচে নেই। থাকলে সে হয়তো তোমার কথায় পুলকিত হতো। যাই হোক, একটা কথা তোমাকে বলি। থিয়েটার করতে এসে যত সম্পত্তি তুমি বিক্রি করেছো, তার সবগুলিই নাতবৌ কিনে রেখেছেন।

সে সব এসে তুমি নিজের হাতে নাও, এই তাঁর অনুরোধ। আমি বুড়ো হয়েছি। কবে যে ডাক আসবে, জানি না। এখন থেকে যদি—

প্রদীপ। তোমার সম্পত্তির মুখে আমি লাথি মারি। আমি বরং ভিক্ষে করে খাব, তবু তোমার সম্পত্তি নেবো না।

চলে যেতে চাইল। দুঃখদহন বাধা দিল।

দুঃখ। আহা! রাগ ক'রে চলে যেয়ো না বাবাজী, কথা শোন!

প্রদীপ। সরে যাও, গায়ে হাত দিয়ো না বলছি।

দুঃখ। বাবাজী!

প্রদীপ। শাট্ আপ্ ইউ সোয়াইন্। আবার তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি কুকুরের মতো গুলী ক'রে মারবো।

দুঃখদহনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে প্রদীপ চলে গেল। যদুপতি ধীরে ধীরে তাকে ওঠালেন। বললেন—

যদু। ছেলেবেলা থেকে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছিলে, —এবার পেলে তার পুরস্কার!

যদুপতি ও দুঃখদহনের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

পঞ্চম দৃশ্য

মায়ামঞ্চ থিয়েটারের গ্রীণরুম। সারি সারি কাঠের পার্টিশান-করা ঘর। তার মধ্যে বসে ছেলেরা মেক-আপ্ করছে। নেপথ্যে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড কন্‌শার্ট বাজছে। লোকজন যাতায়াত করছে। দীপক বসে মেক-আপ্ করছে। প্রকাশ প্রবেশ করলো।

প্রকাশ। দীপক!

দীপক। এই যে বস্।

প্রকাশ। দেরী কত তোমার?

দীপক। হ'য়ে গেছে আমার।

প্রকাশ। তাড়াতাড়ি করো। তাড়াতাড়ি করো। প্রথম সিনেই তোমার ঢোকা।

দীপক। দ্বিতীয় সিনে কখনই ঢুকবো না। দেখে নিও।

প্রকাশ। তমসা আর প্রদীপ থিয়েটার দেখতে এসেছে।

দীপক। দুটো ফুলের মালা পাঠিয়ে দাও।

প্রকাশ। যাঃ!

দীপক। যাঃ কেন? পুরোনো বস্ এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা করো। খাবার-দাবার পাঠিয়ে দাও!

প্রকাশ। সে যা করবার করছি। তুমি তাড়াতাড়ি সেজে নাও। আমি বোর্ডে গেলাম।

দীপক। ঠিক আছে।

প্রকাশ। এখন দয়া ক'রে ষ্টেজে না আসেন, তাহ'লেই বাঁচি।

দীপক। এলেই বা!

প্রকাশ চলে গেল। গোপাল নামে একটি অভিনেতা প্রবেশ করলো—

গোপাল। দেখতো দীপকদা! আমার মেক্-আপ্‌টা যাদব সেনার মতো হ'য়েছে কিনা!

দীপক। বাংলা দেশটাকে কি তুই পাগলা গারদ ঠাউরেছিস্ গোপাল? চীনেম্যানদের মতো মেক-আপ্ করেছিস্ কেন?

গোপাল। একটা ষ্ট্যাণ্ট—

দীপক। চীনে সেজে যাদব সেনার ষ্টাণ্ট। যা ভাল ক'রে মেক-আপ্ ক'রে আয়!

গোপাল। হায়রে দুখিনী বাংলা দেশ। আমার মেক-আপের মহিমা কেউ বুঝলো না।

দীপক। কেউ বুঝবে না। সেজে আয় তুই।

গোপাল চলে গেল। দীপক মাথায় মুকুট পরে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় একজন লোক ঢুকে বললো—

লোক। ড্রপ উঠতে দেরী হবে দীপকদা!

দীপক। কেন রে?

লোক। প্রকাশদা বললেন—মনীষাদির মেক-আপ হয়নি কিনা!

দীপক। আ মোলো যা! কী হ'ল আবার তার?

লোক। জানি না।

দীপক। আমি জানি রে ভাই। ওই যে তমসা এসে বসে আছে বক্সে, ওই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। যা তুই।

লোক। আমি ডাকবো আপনাকে।

দীপক। ঠিক আছে।

লোকটি চলে গেল। দীপক চুপ করে কেবিনে বসে মদের বোতল খুললো। হঠাৎ দুঃখদহনের প্রবেশ।

দুঃখ। একি গোলকধাঁধারে বাবা! এ যে সবই কাঠ। কোন্ দিক দিয়ে বেরোব?

দীপক। কি দুঃখদহনবাবু? আসুন, আসুন!

দুঃখ। কে, দ্বিপদ বাবাজী! হ্যাঁ বাবাজী! তোমাদের থিয়েটার দেখতে এলুম। তুমি ওকি খাচ্ছো বাবাজী? মদ?

দীপক। হ্যাঁ!

দুঃখ। তা ভাল—ভাল। মদ খাওয়া ভাল। মূলে সেই মহামায়ার খেলা বাবাজী। নইলে তোমাকেই বা থিয়েটার করতে এসে মদ খেতে হবে কেন? আর আমাকেই বা এই বুড়ো বয়সে থিয়েটার দেখে মরতে হবে কেন?

দীপক। তাতো বটেই।

দুঃখ। আচ্ছা, আমি তাহ'লে যাই বাবাজী। থিয়েটার দেখি গে। আবার আসবো।

দীপক। হ্যাঁ। প্লে শেষ হ'লে দেখা ক'রে যাবেন।

দুঃখ। নিশ্চয় আসবো। আজ যে এখানে বড় মজার খেলা হবে। সুভদ্রাহরণ। না বাবাজী?

দীপক। হ্যাঁ।

দুঃখ। যাক্। হরণটা এখন নির্বিঘ্নে হ'য়ে গেলে বাঁচি।

দুঃখদহন চলে গেল। নেপথ্যে বেল বাজলো।

লোক পুনরায় ঢুকলো।

লোক। দীপকদা! ড্রপ উঠেছে।

দীপক। চল্! আমিও রেডি।

দীপক লোকটির সঙ্গে চলে গেল। মঞ্চ ফাঁকা।

অন্ধকার

আলো জ্বললে দেখা গেল, দলে দলে অভিনেতারা ফিরে এসে মেক আপ্ তুলে চলে যাচ্ছে। পরেশ নামে একটি অভিনেতা প্রবেশ করলো।

পরেশ। দীপকদা! প্রকাশদাকে দেখেছেন?

দীপক। না তো! কেন রে?

পরেশ। আমার বড্ড দরকার! আজ উনি আমায় কিছু টাকা দেবেন বলেছিলেন।

প্রকাশ প্রবেশ করলো।

প্রকাশ। ওয়েল ডন্ দীপক—ওয়েল ডন্। বাইরে আজ তোমার কথা ছাড়া অন্য কথা নেই। ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। মনে হয়—বইখানা কিছুদিন চলবে। আমার মনে হচ্ছে—পরেশ এখানে কেন?

পরেশ। আপনি বলেছিলেন প্রকাশদা আজ প্লের পরে আমায় কিছু টাকা দেবেন।

প্রকাশ। আজ নয়।

পরেশ। আজ না দিলে আমার উপায় নেই প্রকাশদা। ছেলেটার আজ দশ-বারো দিন টাইফয়েড। না ডাক্তার, না

ওষুধ পথ্য, না কিছু। আজ আমাকে কিছু না দিলে চলবে না। আমাকে দয়া করুন প্রকাশদা। ছেলেটা বিনে চিকিৎসায় মরে যাবে।

প্রকাশ। যাক্ মরে। গরীবের ছেলের বাঁচার কোন দরকার নেই। বাপ যার থিয়েটার ক'রে খায়, তার ছেলের আবার ওষুধের দরকার কী?

পরেশ। প্রকাশদা!

প্রকাশ। আমি নিরুপায় পরেশ। এক পয়সা আজ আমি তোমাকে দিতে পারবো না। মাপ করো।

প্রকাশ চলে গেল। পরেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো।

দীপক। কী সেজেছিলি পরেশ?

পরেশ। বিকর্ণ!

দীপক। তোমার দাদা দুর্যোধন, দুঃশাসন গেল কোথায়? না হয় কানা বাবা ধৃতরাষ্ট্রও তো ছিল। আর বিধাতারও ইয়ারকীর বলিহারী যাই। সাজলি বিকর্ণ। মহামান্য ভারত-সম্রাট ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ পুত্র। ডাকসাইটে নিরানব্বুইটা দাদা মাথার ওপর, সে কিনা ছেলের চিকিচ্ছের পয়সার জন্য কাঁদছে? কী করবো বল্। ভগবান ব্যাটাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। নইলে কান দুটি মলে ঠাস্ করে গালে একটি চড় লাগিয়ে দিতুম। এই নে।

পাঁচটা টাকা পরেশকে দিল।

পরেশ। আপনি দিচ্ছেন দীপকদা!

দীপক। হ্যাঁ। আমি দিলাম। দুর্যোধন, দুঃশাসন যেখানে হার মেনে গেল, সেখানে অর্জুনই না হয় পাঁচটা টাকা দিল।

পরেশ। আপনি—

দীপক। হ্যাঁ। আমি দিতে পারছি এইজন্যে যে আমার ছেলের কোনদিন টাইফয়েড হবে না। যেহেতু আমি বিয়েই করিনি। যা নিয়ে যা। আজই ডাক্তার দেখাস্।

পরেশ ছুটে চলে গেল। দীপক কেবিনের আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো। হঠাৎ নেপথ্যে একটি নারীকণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। দীপক উঠে বসলো। দেখলো। তারপর বললো—

সত্য সেলুকাস! কী বিচিত্র এই ষ্টেজ!

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে বাইরে গোলমাল শোনা গেল। দ্রুতপদে প্রকাশ ঢুকলো।

প্রকাশ। দীপক! দীপক!

দীপক। আর! বারে বারে কেন তুমি আমাকে ডাকো তন্বী!

প্রকাশ। আমি তন্বী নই, আমি প্রকাশ, শীগ্গির ওঠো একবার।

দীপক উঠে বসলো।

প্রকাশ। তন্বী কোথায়?

দীপক। তার মানে?

প্রকাশ। তার মানে তন্বী কোথায়? থিয়েটার থেকে সে বাড়ী যায়নি। মনীষা আমার কাছে এসেছিল, তমসার কাছে গিয়েছিল। সে পাগলের মতো কোলকাতা শহর তোলপাড় করছে।

দীপক। কী আশ্চর্য! গেল কোথায় তন্বী?

প্রকাশ। আমি জানি না!

দীপক। তবে কে জানে তন্বী কোথায়?

নেপথ্যে। আমি জানি বাবাজী!

দুঃখদহনের প্রবেশ।

দুঃখ। আমি জানি! এরা বেশ আছে বাবাজী। এরা ভেতরে করে সুভদ্রাহরণ আর বাইরে করে তন্বী হরণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম কেমন কায়দা ক'রে থিয়েটারের গাড়ী থেকে অন্য গাড়ীতে পাচার ক'রে দিলে?

দীপক। কোথায় তন্বী?

দুঃখ। প্রদীপ বাবাজীর বাগান-বাড়ীতে।

দীপক। সে কি!…ও! এখন তাহ'লে আমাকে এইভাবে সে জব্দ করতে চায়। আর নয়। অনেক সহ্য করেছি। আজই শেষ।

ড্রয়ারে খুঁজলো।

দীপক। আঃ! আমাদের ষ্টেজের লাইসেন্সড্ রিভলভারটা আবার কে সরিয়ে রাখলো?

দুঃখ। তুমি কি একটা রিভলভার চাও বাবাজী?

দীপক। হ্যাঁ। আছে আপনার কাছে?

দুঃখ। আমি বাহাদুরপুরের নায়েব। আমার কাছে নেই কী?

দু' পকেট থেকে দুটি রিভলভার বার করে একটি দীপককে দিল!
দীপক সেটি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাবার মুখে—

দুঃখ। বাবাজী!

দীপক। আঃ! পিছু ডাকবেন না। বলুন!

দুঃখ। তুমি তাকে প্রাণে মারবে না—কথা দাও।

দীপক। আপনি জানেন না সে আমার কী ক্ষতি করেছে। তবু আমি কথা দিলাম এই পিস্তল দিয়ে আমি তাকে প্রাণে মারবো না। শুধু ভয় দেখাবো।

[ছুটে বেরিয়ে গেল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রদীপের বাগান-বাড়ী। প্রদীপ মদে চুর হ'য়ে বসে আছে। সামনে গঙ্গা হাতযোড় করে দাঁড়িয়ে।

প্রদীপ। হ্যাঁ, আমি তোমার কাজে খুব খুশী হ'য়েছি। আমি মনোহরের কাছে তোমার টাকা রেখে দিয়েছি। নাওগে।

গঙ্গা। হুজুর! আমার কাজে খুশী হ'য়েছেন তাহ'লে?

প্রদীপ। হ্যাঁ। খুশী হয়েছি।

গঙ্গা। এই আমার পুরস্কার। হুজুর, তাহ'লে আমি যাই। আবার যদি কখনো দরকার হয়, স্মরণ করবেন—হুজুর।

প্রদীপ। নিশ্চয় স্মরণ করবো। কিন্তু, আশীর্বাদ করো, এ কাজ আর যেন আমাকে করতে না হয়! এ ভাল নয়। বন্ধুর স্ত্রী।

গঙ্গা প্রণাম ক'রে চলে গেল। মনোহর ঢুকলো।

মনো। হুজুর! মেয়েটা বড় চ্যাডাং চ্যাডাং কথা বলছে।

প্রদীপ। কী বলছে।

মনো। বলছে—তোমার বাবু নীচ—ছোটলোক—ইতর। আমাকে ভালোয় ভালোয় বলছি তোমরা ছেড়ে দাও—নইলে আমাকে কখনই আটকে রাখতে পারবে না। কখনই পারবে না।

প্রদীপ। ওরে বাপরে! আমি যে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি মনোহর! ওকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দে। খবরদার যেন বাইরে আসতে না পারে। শুধু খাবার দেবার সময় মালীর বৌকে বলবি—ওকে যেন খাবার দিয়ে আসে।

মনো। যে আজ্ঞে হুজুর!

মনোহর চলে গেল। প্রদীপ একা একা ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলো। তারপর নিজের মনেই হো হো করে হেসে উঠলো। বললো—

প্রদীপ। এইবার দীপক! এইবার কী হয়? করো থিয়েটার! তন্বীর শোকে বুক ফেটে মরো এবার সবাই। ঠিক আছে। কিছুতেই ওকে ছাড়বো না আমি। দেখি কী হয়? জগতের সব মেয়ের প্রেম তুমি নেবে। আমি মানুষ নই!

মনোহর ছুটে ঘরে ঢুকলো।

মনো। হুজুর!

প্রদীপ। কীরে!

মনো। হুজুর!

প্রদীপ। কী হ'য়েছে? কাঁপছিস কেন ঠক্ ঠক্ ক'রে? কী হ'য়েছে বল্ না।

মনো। সর্বনাশ হ'য়েছে হুজুর।

প্রদীপ। কী সর্বনাশ হ'ল, সেটা না বললে আমি বুঝবো কেমন ক'রে? বল্! কী হ'য়েছে! মনোহর!

মনো। মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে হুজুর!

প্রদীপ। তন্বী?

মনো। হ্যাঁ।

প্রদীপ। কেমন করে?

মনো। পরনের কাপড় গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে।

প্রদীপ। কী সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! পরনের কাপড় গলায় জড়িয়ে—আত্মহত্যা করেছে?

মনো। হুজুর! সর্বনাশ! দীপকবাবু!

মনোহর ছুটে পালালো। প্রদীপ নেশার ঝোঁকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো। দীপক প্রবেশ করলো।

দীপক। কে আত্মহত্যা করেছে? কী গো বন্ধু? কথা কইছো না কেন? বলি,—কে আত্মহত্যা করেছে?

প্রদীপ। তন্—তন্বী।

দীপক। তন্বী আত্মহত্যা করেছে? সে কথা বলো। নইলে আমি বুঝবো কেমন ক'রে? কী ক'রে আত্মহত্যা করলো?

প্রদীপ। পরনের কাপড় গলায় জড়িয়ে—

দীপক। আত্মহত্যা করেছে? বাঃ! সব কাজেই ওর কেমন একটা শিল্পীর ছোঁওয়া আছে। বাঃ! নিজের লজ্জার অর্ঘ্য দিয়ে লজ্জাহারীর পূজা করেছে। ফুলের মতো ফুটে উঠেছে মৃত্যু, ধূপের মতো মিলিয়ে গেছে আত্মা। বাঃ! এইবার বলতো বন্ধু, কেন তাকে গভীর রাত্রে এই বাগানবাড়ীতে এই অবাঞ্ছিত মৃত্যুটি উপহার দিলে?

প্রদীপ। আমি জানতাম না দীপক।

দীপক। তুমি কিছুই জানতে না। না? দেশ থেকে তোমার

স্ত্রী যে এখানে এসে অপেক্ষা করছেন, তাও তুমি জানতে না? পাপের পসরা পূর্ণ হ'য়েছে তোমার। (রিভলভার বার করে) আজ আমি তোমায় শাস্তি দেবো। কঠিন শাস্তি। যাতে আর জীবনে তুমি কোনদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারো—

প্রদীপ। একি। দীপক! তুমি আমায় হত্যা করবে?

দীপক। ঠিক তাই। আমি তোমায় হত্যা করবো। তোমার মতো শয়তানের পৃথিবীতে বেঁচে থাকা উচিত নয়। বন্ধুর মর্যাদা তুমি বোঝ না, স্ত্রীর চোখের জল তোমার কাছে পরিহাসের বস্তু, বৃদ্ধ দাদুর কাতর কান্না তোমার কানে পৌঁছয় না, শয়তান!

প্রদীপ। ক্ষমা—দীপক—ক্ষমা।

দীপক। ক্ষমার কথা বলতে জিভ কাঁপছে না তোমার? ক্ষমা? ক্ষমা কি পৃথিবীতে এতই সুলভ? না, ক্ষমা নেই।—আমি তোমাকে মেরে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবো।—দাঁড়াও—

দীপক রিভলভার বার করে যখন প্রদীপকে ভয় দেখাচ্ছে।
হঠাৎ একটা বন্দুকের আওয়াজ হল, প্রদীপ
চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

দীপক। একি! আমি তোমাকে মেরে ফেললাম! প্রদীপ! প্রদীপ! ওগো! কে কোথায় আছো? আমাকে গ্রেপ্তার করো! আমি আমার বন্ধুকে হত্যা করেছি। আমি আমার বন্ধুকে হত্যা করেছি।

ছুটে বেরিয়ে গেল। দুঃখদহন ঢুকলো।

দুঃখ। একি! দীপকের পিস্তলে তো গুলী ছিল না। আমি কি তবে ভুল ক'রে—কী ক'রলাম! আমি কী ক'রলাম! আমি

হত্যাকারী। আমি হত্যাকারী। আমি আমার অন্নদাতা প্রভুকে উদ্ধার করতে এসে তাকে হত্যা করেছি। দুঃখদহন হত্যাকারী।

নিজের গলায় রিভলভার ঠেকিয়ে গুলী করলো। লুটিয়ে পড়লো তার দেহ প্রদীপের গায়ে।

শেষ দৃশ্য

পোড়ো বাগান-বাড়ী। মোমবাতির আলো পুড়ে ছোট হয়ে গেছে। দাড়ি-গোঁফওয়ালা দীপক চুপ করে বসে আছে।

দীপক। বলে যাও বন্ধু, কে তোমায় খুন করেছিল। আমি বিশ বছর দ্বীপান্তর খেটে এলাম। দুঃখদহন আত্মহত্যা করলো, কিন্তু তবু জানি, আমরা তোমাকে খুন করিনি। একি রহস্য! কার গুলীতে তুমি প্রাণ হারালে—বলে দাও বন্ধু! এই বিশ বছর আমি অনুতাপের জ্বালায় খেতে পারিনি, শুতে পারিনি, চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথার চুল শাদা হ'য়ে গেছে। বলে দাও···বলে দাও—

হঠাৎ অটল এসে ঘরের জানলা খুলে দিল। ভোরের আলো এসে ঘরে পড়লো।

অটল। বাইরে যাও গো। ভোর হ'য়ে গেছে!

দীপক উঠে দাঁড়ালো। তারপর আস্তে আস্তে অটলের কাছে গিয়ে বললো—

দীপক। অটল!

অটল। কী?

দীপক। তুমি জানো, কে প্রদীপকে গুলী করেছিল ?

অটল। হ্যাঁ! কাল রাত্রে মনীষা বুড়ী আমাকে এসে বলে গেছে—সে ঐ দরজার পাশ থেকে গুলী করে পালিয়ে গিয়েছিল।

দীপক। মনীষা? মনীষা গুলী করেছিল!

অটল। হ্যাঁ।

দীপক। (রিভলভার তুলে) কোথায় মনীষা! আমি তাকে খুন করবো আজ।

এই বলে সে এগিয়ে যেতেই সূর্যের আলো এসে পড়লো তার মুখে। দেখতে দেখতে সে হাঁটু গেড়ে জানলার কাছে বসে পড়লো এবং ছেলেমানুষের মতো হু হু করে কেঁদে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। নেপথ্যে মণি পাগলীর খিল্ খিল্ হাসি শোনা যাচ্ছে।

যবনিকা